ভোটের পরের দিন মঙ্গলবারও শান্তিরক্ষায় নিরাপত্তাবাহিনীর রুটমার্চ। দিনহাটা মহকুমার ফকিরেরতকেয়ায় আবির ভট্টাচার্যের তোলা ছবি।

এবার মেখলিগঞ্জে ফুল ফোটার আশা দুই দলের

গৌতম সরকার ● মেখলিগঞ্জ

১৫ মে ঃ একদা বামেদের 'লাল দুর্গ' কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকে এবার ফুল ফুটতে চলেছে। ভোট শেষ হওয়ার পরে এমনটা মনে করছে এলাকার মানুষ এবং রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের একাংশ। মনোনয়নপত্র জমা দেবার আগে থেকেই অবশ্য এমনটা বলতে শুরু করেছে তারা। এবার বামেরা প্রার্থী দিলেও মূল লড়াই হচ্ছে জোড়াফুল বনাম পদ্মফুলের।

তৃণমূল কংগ্রেসের মেখলিগঞ্জ ব্লক কোর কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক লক্ষ্মীকান্ত সরকার এবং উদয় রায়ের দাবি, ব্লক থেকে এবার বিরোধীরা ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাবে। মানুষ তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে, তাই তাঁদের জয় এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। বিজেপির মেখলিগঞ্জ দক্ষিণ মণ্ডলের সভাপতি দধিরাম রায়ের দাবি, ব্লকের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতেই এবার বিজেপি বোর্ড গড়তে চলেছে। জেলাপরিষদের দুটি আসন দখল এবং মেখলিগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতিতেও বিজেপি ক্ষমতায় আসবে বলে তাঁর দাবি।

উল্লেখ্য, বামেদের এই শক্ত ঘাঁটিতে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে তিনটিতে জয় পেয়ে এককভাবে বোর্ড গঠন করে তৃণমূল কংগ্রেস। বাকি পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতে বামেরা বোর্ড গঠন করে। পরবর্তীতে অবশ্য দলবদলের খেলায় অবস্থাটি পরিবর্তন হয়। দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির এবং তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে চলে যায়।

পঞ্চায়েত সমিতির ২১টি আসনের মধ্যে বামেরা পেয়েছিল ১৫টি। তৃণমূল ৫টি এবং কংগ্রেস ১টি আসন পায়। স্বাভাবিকভাবেই বামেরা এককভাবে বোর্ড গঠন করে। কিন্তু ওই বোর্ডও বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারেনি বামেরা।

বামেদের টিকিটে জয়ী হলেও পরবর্তীতে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহসভাপতি সহ অধিকাংশ সদস্য তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় ওই সমিতিও তৃণমূলের দখলে চলে যায়।

একদা বামেদের 'লাল দুর্গ' কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকে এবার ফুল ফুটতে চলেছে। ভোট শেষ হওয়ার পরে এমনটা মনে করছে এলাকার মানুষ এবং রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের একাংশ। মনোনয়নপত্র জমা দেবার আগে থেকেই অবশ্য এমনটা বলতে শুরু করেছে তারা। এবার বামেরা প্রার্থী দিলেও মূল লড়াই হচ্ছে জোড়াফুল বনাম পদ্মফুলের।

উল্লেখ্য, মেখলিগঞ্জ ব্লকে গ্রাম পঞ্চায়েতে ১১২টি, পঞ্চায়েত সমিতিতে ২১টি এবং জেলাপরিষদের আসন দুটি।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় যা পরিস্থিতি ছিল, এবার অবশ্য তার অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে। এবার তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি প্রতিটি আসনেই প্রার্থী দিয়েছে। জেতার বিষয়েও আশাবাদী দুই দলই। কার আশা পূরণ হবে সেটা অবশ্য জানা যাবে ভোটগণনার পরে। –সংবাদ নিউজ সার্ভিস

কুর্শামারিতে তৃণমূল প্রার্থীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ পুলিশে

নয়ারহাট, ১৫ মে ঃ ভোটের দিন সোমবার মাথাভাঙ্গা–১ ব্লকের কুর্শামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০০ নম্বর বুথের নির্দল প্রার্থী প্রতিমা অধিকারীকে মারধর করে ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল শাসকদলের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ওই বুথের তৃণমূল প্রার্থী বিনয় অধিকারীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল ওই নির্দল প্রার্থীর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। এই মর্মে মঙ্গলবার বিকেলে ২৪ জনের নামে মাথাভাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে তৃণমূল প্রার্থীর ছেলে বাপি অধিকারী। অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

ঘটনার সূত্রপাত সোমবার সকালে। অভিযোগ, তৃণমূল প্রার্থী বিনয়বাবু নিজের কেন্দ্রে ভোট দিতে আসামাত্র নির্দল প্রার্থীর অনুগামীরা তাঁর উপর চড়াও হয়। বেগতিক দেখে তৃণমূল প্রার্থী ভোটের লাইন থেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী এক আত্মীয়ার বাড়িতে আশ্রয় নেন। অভিযুক্তরাও তাঁর পিছু ধাওয়া করে ওই বাড়িতে হাজির হন। অভিযুক্তরা ওই বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালান। বাবাকে বাঁচানোর জন্য বাপি ওই বাড়িতে যাওয়া মাত্র তার উপরও আক্রমণ চালানো হয়। বাপিকে মারধর করার পাশাপাশি তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারা হয় বলে অভিযোগ। জখম অবস্থায় বাপিকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করা হয়। যদিও রাতেই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ধকল সইতে না পেরে বিনয়বাবুও অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে তাঁরও প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। তৃণমূল প্রার্থীর অভিযোগ, তাঁকে প্রাণে মারার জন্য নির্দলরা পরিকল্পনা মাফিক হামলা চালিয়েছে। ভোটে জিততে না পারার আগাম আশঙ্কা থেকেই এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে নির্দলরা। তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষ উন্নয়নের স্বার্থে আমাকেই ভোট দিয়েছে। জেতার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। যদিও তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন নির্দল প্রার্থীর ঘনিষ্ঠরা। অন্যতম অভিযুক্ত বাবলু অধিকারী এবং বেলায়েত হোসেন বলেন, ভোটের শুরুতেই তৃণমূল প্রার্থীর একদল সমর্থক লাইনে দাঁড়ালে তৃণমূল প্রার্থী ঘাবড়ে গিয়ে পাশের বুথ থেকে লোক এনে তাঁদের উপর হামলা চালান। হামলার ঘটনায় নির্দল প্রার্থী জখম হন এবং বাকিরা প্রাণভয়ে পালিয়ে যান। তৃণমূল প্রার্থীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ ভিত্তিহীন।

উল্লেখ্য, একই বুথের বাসিন্দা নির্দল প্রার্থী এবং তৃণমূল প্রার্থীর মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধ রয়েছে। নির্দল প্রার্থী প্রতিমা অধিকারী সম্পর্কে তৃণমূল প্রার্থী বিনয় অধিকারীর 'ধর্ম মেয়ে'। ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেও উভয় পরিবারের মধ্যে যাতায়াতা ছিল। উৎসব অনুষ্ঠানে একে অপরের আনন্দ ভাগ করে নিতেন। কিন্তু ভোটের ময়দানে বাবা–মেয়ে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় পারিবারিক সম্পর্কে ভাটা পড়ে। ভোটের দিন এগিয়ে আসতেই সম্পর্ক তিক্ত হয়। কয়েকদিন আগেই বিনয়বাবুর বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে মেয়ে তথা নির্দল প্রার্থীর ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে। এবার খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল। –সংবাদ নিউজ সার্ভিস

পরিস্রুত জল না পেয়ে ক্ষোভ পাতলাখাওয়ায়

পুণ্ডিবাড়ি, ১৫ মে ঃ কোচবিহার–২ ব্লকের পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নলবাহিত পরিস্রুত পানীয় জল পরিসেবা মেলে না। এতে ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ। স্থানীয় হরিপদ বর্মন, রহমান আলি ও নগেন দাস বলেন, বেশিরভাগ বাড়িতেই পানীয় জলের উৎস বলতে আছে অগভীর নলকূপ ও পাতকুয়ো। এই জল খেয়ে পেটের ও চর্মরোগ তাঁদের নিত্যসঙ্গী। ছাটসিঙ্গিমারির জনৈক মাধব সরকার জানান, কুয়োর জলই আমাদের ভরসা। গরম পড়তেই কুয়োর জল শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলে সমস্যা আরও বাড়ছে। অন্য গ্রাম থেকে জল আনতে হয়। তা না হলে জল কিনে খেতে হয়। এঁরা সবাই এলাকায় শীঘ্রই পানীয় জল পরিসেবা চান। এলাকার জনৈক খোকা দাস জানান, বছর পাঁচেক আগে কোচবিহার–২ পঞ্চায়েত সমিতি ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের উদ্যোগে তাঁর জমিতে একটি জলাধার তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এখনও পানীয় জল পরিসেবা চালু হয়নি। ফলে অপরিস্রুত পানীয় জলের ওপরেই আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে। তিনিও শীঘ্রই পাতলাখাওয়ায় পানীয় জল চান।

কোচবিহার–২ পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ি সভাপতি শিখা দাস বলেন, সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা সেখানে একটি জলাধার বসিয়েছি। শীঘ্রই এলাকার মানুষ পানীয় জল পাবেন।

পথ দুর্ঘটনায় শিশুর মৃত্যু

সিতাই, ১৫ মে ঃ ভুটভুটির ভ্যানের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক শিশুর। ঘটনাটি ঘটেছে সিতাই ব্লকের অন্তর্গত ব্রহ্মোত্তর চাতরা গ্রাম পঞ্চায়েতের নাকারজান এলাকায়। মৃত শিশুর নাম রাহুল বর্মন (৯)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল দশটা নাগাদ নাকারজান এলাকার বাসিন্দা নীরোদ বর্মনের ছেলে রাহুল স্থানীয় উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরের দোকান থেকে কিছু কিনে সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিল। সে সময় পেছন দিক থেকে আসা একটি মালবোঝাই ভুটভুটির সাইকেলটিতে ধাক্কা মারলে রাহুল ভুটভুটির চাকার নীচে পড়ে যায়। স্থানীয়রা এসে রাহুলকে সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে সিতাই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ ওই ভুটভুটির চালককে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

মঙ্গলবারই মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।

মেখলিগঞ্জ ব্লকে ভোট পড়ল ৯০ শতাংশের বেশি

মেখলিগঞ্জ ও চ্যাংরাবান্ধা, ১৫ মে ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে একটি ভোটও যথেষ্ট মূল্যবান। ভোট দিতেই হবে। তাই সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিলেন অনেকে। কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকের ঘটনা। ব্লকে ভোট পড়েছে ৯০.৪৩ শতাংশ। ব্লকের ১০০, ১০৬, ১০৮ নম্বর বুথে ভোট শেষ হতে সবচেয়ে বেশি দেরি হয়েছে। চ্যাংরাবান্ধা, ভোটবাড়ি, কুচলিবাড়ি এলাকার কয়েকটি বুথে রাত ১২টা পর্যন্ত ভোটারদের লাইনে দেখা যায়। ব্লকের ৫৭ নম্বর বুথ ছাড়া সর্বত্র শান্তিপূর্ণভাবেই ভোটগ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে বলে প্রশাসনের তরফে দাবি করা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নেতাজি শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে ৫৭ নম্বর বুথে ব্যালট বাক্স ছুড়ে ফেলে দেবার ঘটনাও ঘটে। এইজন্য ওই বুথে পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এদিকে, মেখলিগঞ্জ ব্লকের একাধিক বুথে তৃণমূলিদের বিরুদ্ধে ছাপ্পা ভোট দেবার অভিযোগ এনেছে বিজেপি। বিজেপির মেখলিগঞ্জ দক্ষিণ মণ্ডলের সভাপতি দধিরাম রায়ের অভিযোগ, বেশ কয়েকটি বুথে তৃণমূলের লোকজন ছাপ্পা ভোট দিয়েছে। তাঁরা মৌখিকভাবে প্রশাসনকে জানিয়েছেন। লিখিতভাবেও জানানো হবে। বিজেপির এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের মেখলিগঞ্জ ব্লক কোর কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক উদয় রায় বলেন, 'পরাজয় নিশ্চিত জেনে বিজেপি অসত্য কথা বলছে।' মেখলিগঞ্জ ব্লকের বিডিও তথা ব্লকের নির্বাচন আধিকারিক বিরূপাক্ষ মিত্র বলেন, বিজেপির লিখিত কোনো অভিযোগ তিনি পাননি। তিনি বলেন, 'ফের ওই বুথে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া বানচাল করার যেকোনো অপচেষ্টা কড়া হাতে মোকাবিলা করা হবে। ভোটদাতারা যাতে নির্ভয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তার জন্য সবরকমের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।' তিনি জানান, চ্যাংরাবান্ধার হাইস্কুলের স্ট্রংরুমে সশস্ত্র বাহিনীর কড়া নিরাপত্তায় ব্যালট বাক্স রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হবে গণনা।

চ্যাংরাবান্ধায় স্ট্রংরুম পাহারা। ছবি ঃ সুশান্ত গুহ

তুফানগঞ্জে বিজেপির পাঁচ মহিলা কর্মীকে অপহরণের অভিযোগ

তুফানগঞ্জ, ১৫ মে ঃ ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের অভিযোগ উঠল তুফানগঞ্জ–২ ব্লকের পশ্চিম রামপুর এলাকায়। মঙ্গলবার এই এলাকা থেকে ৫ জন মহিলা বিজেপি কর্মীকে অপহরণের অভিযোগ তোলা হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে। অভিযোগের তির তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। যদিও শাসকদলের তরফে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। স্থানীয় বিজেপি নেতা উৎপল দাসের অভিযোগ, 'এদিন দুপুরে শাসকদলের সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা পশ্চিম রামপুর এলাকায় ৯/৬১ বুথ থেকে ৫ জন মহিলাকে তুলে নিয়ে যায়। পুলিশকে জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি।' বিজেপির দাবি, ভোট মিটতেই তৃণমূলের বাইকবাহিনী ওই এলাকায় চড়াও হয়। এলাকার পুরুষদের না পেয়ে কাজলি দাসবর্মন, সোনাই মহন্ত, নীলিমা দাস, বীণা সরকার সহ পাঁচ মহিলাকে তুলে নিয়ে যায়। যদিও বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল। শাসকদলের তুফানগঞ্জ–২ ব্লকের সভাপতি মুকুল চক্রবর্তী বলেন, 'ব্লকে কোনো গণ্ডগোল হয়নি। বিরোধী দলগুলি মিথ্যা অভিযোগ করছে। বিজেপি–ই বহিরাগতদের এনে সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এখনও বক্সিরহাটের বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি আশ্রিত বহিরাগতরা লুকিয়ে রয়েছে। এই বিষয়টি থেকে নজর ঘোরানোর জন্যই বিজেপি কর্মীদের অপহরণের মিথ্যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে।' অন্যদিকে, পুরো তুফানগঞ্জ মহকুমায় শাসকদলের বাইকবাহিনীর তাণ্ডবের অভিযোগ তুলল বামেরাও। স্থানীয় সিপিএম নেতা তমসের আলি বলেন, 'পুরো মহকুমাতেই বাইকবাহিনী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় আমাদের নেতা–কর্মীদের হুমকি দিচ্ছে। পুলিশ–প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না।' যদিও তুফানগঞ্জ ও বক্সিরহাট থানা সূত্রে জানানো হয়েছে, তাদের কাছে কোনো লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। শাসকদলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে তুফানগঞ্জ মহকুমায় পুনর্নির্বাচনের দাবি তোলা হয়েছে বিজেপি ও সিপিএমের তরফ থেকে। এই বিষয়ে মহকুমাশাসক মণীশ ভার্মা বলেন, 'স্ক্রুটিনি শেষ হয়েছে। পুনর্নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন কমিশনই যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবে।'

বক্সিরহাটে তিনটি স্ট্রংরুমের পাহারায় পাঁচ সশস্ত্র রক্ষী

বক্সিরহাট, ১৫ মে ঃ বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জ–২ ব্লকের ভোটগণনা হবে বক্সিরহাট হাইস্কুলে। সেখানেই তিনটি স্ট্রংরুমে কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থায় রাখা হয়েছে ব্যালট বাক্স। মোতায়েন করা হয়েছে পাঁচজন সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী। বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। তুফানগঞ্জ–২ ব্লকের বিডিও মিথিয়াস লেপচা জানান, ছয়টি ঘরে ভোটগণনা হবে। প্রত্যেকটি ঘরে ১০টি করে টেবিল থাকবে। সকাল ৮টা থেকে গণনা শুরু হবে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে তার প্রস্তুতি।

বিজেপি তুফানগঞ্জ–২ ব্লকের ভোটগণনা বয়কট করেছে। বিজেপির তুফানগঞ্জ বিধানসভা ক্ষেত্রের সহকারী সংযোজক তথা ৩২ নম্বর জেলাপরিষদের প্রার্থী উৎপল দাস জানান, ব্লকের ৭–৮টি বুথ ছাড়া প্রতিটি বুথই ছিল তৃণমূলের দখলে। কোনো বুথেই তাদের এজেন্টদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। প্রতিটি বুথের ভেতরে ৫–৬জন করে তৃণমূলের লোকজন ছিল। মানুষ তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেননি। এর প্রতিবাদ জানাতেই তাঁরা ভোটগণনা বয়কট করছেন। তৃণমূলের তুফানগঞ্জ–২ ব্লক শাখার কার্যকরী সভাপতি স্বপনকুমার সাহা বলেন, 'বিজেপির গণনা বয়কট নিয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে চান না। এটা ওই দলের নিজস্ব ব্যাপার।'

–সংবাদ নিউজ সার্ভিস

মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ

আলিপুরদুয়ার, ১৫ মে ঃ আলিপুরদুয়ারের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রয়াত সমীর চক্রবর্তীর স্মরণে একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকার উদ্‌বোধন করেন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী। ১৯৭৭ সালে স্থানীয় সংবাদ নামে এই পত্রিকাটি প্রয়াত সমীর চক্রবর্তী প্রকাশ করেছিলেন। ফের পত্রিকাটি চালু করার উদ্যোগ নেন সমীর চক্রবর্তীর পুত্র বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ আইনজীবী প্রশান্তনারায়ণ মজুমদার, পরিমল দে, কনৌজবল্লব গোস্বামী প্রমুখ।

ভোট শেষ, আড্ডা দিয়ে দিন কাটালেন নেতারা

বুল নমদাস ● নয়ারহাট

১৫ মে ঃ সোমবার শেষ হল পঞ্চায়েত ভোট। ভোটকে কেন্দ্র করে ঝড়েছে অনেক রক্ত। ভোট নিয়ে হাজারো অভিযোগ করেছে সিপিএম, বিজেপি সহ বিরোধী দলগুলি। ভোটের অন্তত তিন মাস আগে থেকে এলাকার দখল নিতে মাঠে নেমে পড়েছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা।

এজন্য বিস্তর ধকলও সহ্য করতে হয়েছে তাঁদের। ভোট শেষ হতেই মঙ্গলবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাথাভাঙ্গা–১ ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দলীয় কর্মী–সমর্থকদের সঙ্গে আড্ডায় মাতলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। চায়ের কাপে ঝড় তুলে সমানতালে চলল কোন বুথে কত ভোট পাওয়া যাবে তার হিসাবও। গণনার দিন কাউন্টিং এজেন্ট বাছাইয়ের ব্যাপারেও চলে আলোচনা। ফোন করে বিভিন্ন এলাকার খোঁজখবর নিয়েছেন অনেকে। কেউ দিয়েছেন লম্বা ঘুম। এদিন অনেকটাই চাপমুক্ত অবস্থায় দিন কাটল ব্লকের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের।

এদিন সকালেই দলীয় কর্মীদের নিয়ে নিজের বাড়িতে আড্ডায় বসেন কুর্শামারির তৃণমূল নেতা জুলজেলাল মিয়াঁ। আড্ডা চলে বিকেল পর্যন্ত। আড্ডায় যোগ দেন দলের জেলাপরিষদ প্রার্থী ধনিরাম অধিকারী, দলের ব্লক সভাপতি মজিরুল হোসেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ি প্রধান অধরচন্দ্র বর্মনও। জুলজেলাল বলেন, এদিন কোনো সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা হয়নি। খোশগল্প করে সময় কাটিয়েছি।

> **এদিন আমি কুর্শামারি ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি এলাকায় গিয়েছিলাম। দলের কর্মীদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলেছি। তাড়াতাড়ি বাড়িতেও ফিরে এসেছি। এখন অনেকটাই চাপমুক্ত। রাত্রে লম্বা ঘুম দেব।**
>
> *–মজিরুল হোসেন, তৃণমূল নেতা*

দলের ব্লক সভাপতি বলেন, এদিন আমি কুর্শামারি ছাড়াও আরও বেশি কয়েকটি এলাকায় গিয়েছিলাম। তাদের দখলে আসছে। এই কারণেও অনেকটা ফুরফুরে মেজাজে আছি বলে মজিরুল জানান। দলের আরেক নেতা প্রীতীশ সরকার বলেন, এদিনও আমি বিভিন্ন বুথের কাউন্টিং এজেন্ট বাছাইয়ের ব্যাপারে দলের কর্মীদের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেছি। কর্মীদের সঙ্গে আড্ডাও দিয়েছি। তবে অনেকদিন পর আজ একটু হালকা লাগছে।বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য শিকারপুরের বাসিন্দা বিজয় বর্মন বলেন, 'আজ অনেকটাই চাপমুক্ত।

ভোটের তিন মাস আগে থেকে অনেক ধকল গেছে। আজ বাড়িতেই বিশ্রাম নিচ্ছি। পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকার দলের কর্মীদের সঙ্গে কথাও বলেছি।' তবে ভোটের ফলের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি এই বিজেপি নেতা।

বৃষ্টির জল জমে আছে চ্যাংরাবান্ধার রাস্তায়। ছবি ঃ সুশান্ত গুহ

বৃষ্টিতে বেহাল চ্যাংরাবান্ধার রাস্তা

চ্যাংরাবান্ধা, ১৫ মে ঃ সোমবার এক ঘণ্টার বৃষ্টিতে চ্যাংরাবান্ধার রাস্তায় জলকাদা জমেছে। স্থানীয় মানুষ পড়েছেন সমস্যায়। স্টেশন রোড হয়ে মার্চেন্ট রোডে যাওয়ার রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়েছে। এই রাস্তা দিয়ে ব্যাংক, বালিকা বিদ্যালয়, রেলস্টেশনে যাতায়াত করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অন্য রাস্তায়ও জলকাদা জমেছে। চ্যাংরাবান্ধায় বৃষ্টির জল বের করার জন্য নিকাশি ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। কিছু নর্দমা থাকলেও সেগুলি অবৈজ্ঞানিকভাবে বানানো হয়েছে। আবর্জনা জমে ভরেও গিয়েছে। তাই সেগুলি দিয়ে জল বের হয় না। স্থানীয়রা এতে ক্ষুব্ধ। তাঁরা এই সমস্যা মেটাতে বারবার পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। স্থানীয় বিধান সাহা, সোহন কুর্মি ও অমিত সান্যাল বলেন, নর্দমা আবর্জনায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এবারও বর্ষাকালে তাঁরা গত বছরের মতো জলবন্দি হয়ে পড়বেন। চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন জাগরণ কমিটির পক্ষে জানানো হয়েছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরেই তাঁরা চ্যাংরাবান্ধায় উন্নতমানের নিকাশিনালার নির্মাণের দাবি প্রশাসনে জানাবেন।

চাষিদের জন্য সাতমাইলে ডিসপ্লে বোর্ড

নিশিগঞ্জ, ১৫ মে ঃ কৃষকদের সুবিধার জন্য নাবার্ডের সহযোগিতায় সাতমাইল বাজারে বসানো হয়েছে ডিজিট্যাল ডিসপ্লে বোর্ড। এ কাজে এগিয়ে এসেছেন সাতমাইল সতীশ ক্লাব। ক্লাবের সম্পাদক অমল রায় জানান, ডিজিট্যাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে কৃষকরা বিভিন্ন বাজারের ফসলের সরকারি দাম জানতে পারবেন। সাপ্তাহিক আবহাওয়ার রিপোর্টও পাবেন তাঁরা।

নাবার্ডের কোচবিহার জেলা উন্নয়ন আধিকারিক লক্ষ্মণচন্দ্র সরকার বলেন, এই ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে কৃষকরা প্রতিদিন নানা তথ্য পাবেন। কোচবিহার–১ ব্লকের সহকৃষি অধিকর্তা রজত চট্টোপাধ্যায় বলেন, ডিজিট্যাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তির চাষাবাদ সম্পর্কেও কৃষকরা জানতে পারবেন।

–সংবাদ নিউজ সার্ভিস